M10/1/A1BEN/SP1/BEN/TZ0/XX

22100031

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Thursday 13 May 2010 (afternoon)
Jeudi 13 mai 2010 (après-midi)
Jueves 13 de mayo de 2010 (tarde)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

© International Baccalaureate Organization 2010

https://xtremepape.rs/

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে একটাই বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন:

১।

থমকে দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অথচ জানা ছিল না পথের সন্ধান, ছিল না কোনও দিকনির্দেশ। সন্ধের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে দিশাহীন ক্লান্ত পদক্ষেপে লোকটি হাঁটছে। আপাদমস্তক অবসন্ন বোধ করলেও থমকে দাঁড়িয়ে একদন্ড জিরোনোর কথা ভাবতে পারছে না সে। রাতের মধ্যে এই জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। পৌঁছতে হবে এমন কোন জনস্থানে যেখানে কাকপক্ষীও তাকে চিনবে না। কিন্তু কোথাও কি পৌঁছচ্ছে সে ? কেবলই মনে হচ্ছে চারপাশ একই রকম অন্ধকার, সেখানে একই গাছগাছালির ভিড়। বোধহয় একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরে মরছে মানুষটা। তখনই অনুচ্চ স্বরে মানুষের গোঙানির আওয়াজ কানে এসেছিল। আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে সেই আওয়াজ অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করেছিল সে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নিজের চারপাশে তাকিয়ে উল্লাসে মন নেচে উঠেছিল। জঙ্গল থেকে বেরতে পেরেছে অবশেষে। ভাঙা চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা যায় সামনে নদী। শুষ্ক বিস্তীর্ণ নদীগর্ভে সরু জলের ধারা চিকচিক করে ওঠে, শোনা যায় তার অস্ফুট ছলছল ধ্বনি। তার সঙ্গেই কানে আসে কোন আর্তের কাতরোক্তি 'হে ঈশ্বর ! হে দয়াময় !' চোখে পড়ে আর্তকে। নদীর পাড়ে গাছের তলায় শায়িত এক মানুষ। আগন্তুক পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে।

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ এক মুমূর্ষু সন্ন্যাসী। পরনে তার শতচ্ছিন্ন রক্তিম বসন। জটাজূটধারী মানুষটা মরছে. মুখে ঈশ্বরের নাম। অস্বাভাবিক নয়। জঙ্গলের প্রান্তে এই নির্জন নদীর ধারে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কে–ই বা সহায় হতে পারে আর্তের ! আগন্তুক মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে সন্ন্যাসীর হাত ধরল। নাড়ি টিপে হৃৎস্পন্দন অনুভব করে বুঝল মৃত্যু আসন্ন।

'কে ?' স্তিমিত কন্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন হল।

আগন্তুক জবাব দিল না। সে শিক্ষিত হাতে ডলতে শুরু করল সন্ন্যাসীর বুক।

'আরাম লাগছে। ' সন্ন্যাসী স্বীকার করলেন, তবু নির্দেশ দিলেন, 'কিন্তু করিস না। '

আগন্তুক থমকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আমাকে এবার চলে যেতে দে। '

আগন্তুক হতবাক হয়ে চেয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে। তিনি পড়ন্ত শ্বাস–প্রশ্বাসের সঙ্গে থেমে থেমে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সকলের চোখের আড়ালে মরব বলে এখানে এলাম। তুই কোত্থেকে উদয় হলি ? আমাকে গোর দিবি না, পোড়াবি না। '

চাইলেও সেসব পারতাম না। আমি এখানে একা–ভাবল আগন্তুক।

'ওরা আছে। ' সন্ন্যাসীর চোখের মণি এসে পৌঁছল চোখের কোণে। জঙ্গলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন 'ওরা অপেক্ষায় আছে। '

আগন্তুক চমকে উঠে পিছনে তাকাল। সারি সারি গাছপালা, জমাট অন্ধকার। কে আছে ওখানে ?

' এখনও মরিনি, তাই দূরে সরে আছে। দেহ প্রাণহীন হলে ওরা আসবে। এই শরীর ওদের একবেলার খাবার। '

আগন্তুক স্থির হয়ে বসে রইল মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে।

সূত্র: *অন্য কোনওখানে,* একুশ, পর্ব ১০৭, লেখক–শেখর মুখোপাধ্যায়, দেশ, ২ জানুয়ারী ২০০৯, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২

https://xtremepape.rs/

– উপরের অংশটি পড়ে 'আগন্তুক' সম্পর্কে তোমার কি ধারণা গড়ে ওঠে?

– উপরোক্ত অংশে লেখকের ভাষার ব্যবহার নিয়ে মন্তব্য কর।

– 'সন্ন্যাসী' চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর কোন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।

– লেখাটির মূল বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে তার শৈল্পিক আঙ্গিক কতটা উপস্থিত বা অনুপস্থিত তা নিয়ে মন্তব্য কর।

https://xtremepape.rs/

২।

আমার ভাই

স্টেনগানের প্রতিটি ঝলকে বাজাল উজ্জ্বল সুর
শৈশবের বল ছুঁড়লো গ্রেনেডে, অকম্পিত সঙীন
বিঁধলো শত্রুর দেহ। আমার নিজের ভাই
বড় বেশী ভাল সে বাসতো স্বাধীনতা
জননীর নিষেধ মানেনি, পিতার অবাধ্য হয়েছিল
পতাকার রক্তিম সাহস তাকে ডাক দিল
স্বদেশের ছবি রক্তে, ঝাঁপ দিল স্বদেশের নামে।

আমার কিশোর ভাই, প্রিয় ছিল স্বাধীনতা
শ্লোগানে উত্তাল হোত খুব। দর্পিত বাতাস
তাকে ডাক দিল, স্টেনগানে বাজাল সঙ্গীত।

বিরোধী বন্দুক থেকে একটি নিপুণ গুলী
বিদ্ধ তারে করে গেছে, ছিন্ন কুমুদের
শোভা দেহ তার পড়ে ছিল ? জানিনা কিসব
ঘাস জন্ম নেবে তার শয়নের চারপাশে
করোটির সাথে বজ্র, বঙ্গদেশ মল্লিকা ফুলের
সাথে জন্ম নেবে কিনা। মানবিক
ফুলের আশ্বাসে কার নক্ষত্র খচিত বন্দুক
ক্রিয়াশীল ছিল। ইস্পাতের সাথে মিশে
রক্তের ঘ্রাণ তাকে বুঝিয়েছে জন্মভূমি।

বিরোধী গুলির ক্ষতে যখন সুস্থির শুয়ে
আকাশের নীচে, চোখে তার বিস্মিত আকাশ
মানবিক সত্যরীতি, বঙ্গদেশ সুখের বাগান।

সূত্র: *কুসুমিত ইস্পাত*, হুমায়ুন কবির, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৮১

– কবি যেভাবে ‘আমার ভাই’ কবিতায় তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

– কবিতাটি পড়ে তোমার মনে যে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হয়, তা আলোচনা নিয়ে কর।

– কবিতাটিতে গঠনভঙ্গি যেভাবে তার মূল বিষয়কে অর্থবহ করে তুলতে সাহায্য করেছে সেই সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

– কবিতাটিতে চিত্রকল্পের (ইমেজারি) প্রকাশভঙ্গী সার্থক না অসার্থক তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

https://xtremepape.rs/